59

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 SEP 1994

পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

ধারাবাহিক □ ১

বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ॥ বাস্তবায়নের অন্তরায়

আবদুল আজিজ চৌধুরী

'২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান শিক্ষাবর্ষ হতে সমগ্র বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে। নিরক্ষরতার অভিশাপে জর্জরিত সমগ্র জাতির জন্য এর চেয়ে শুভ ও কল্যাণকর পদক্ষেপ আর কিছুই হতে পারে না। কেননা এ কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, নিরক্ষরতার অভিশাপ হতে যদি আপামর জনসাধারণকে মুক্ত করা যেত তাহলে অধিকাংশ সমস্যা বা সঙ্কট সাক্ষর বা শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর দ্বারাই সমাধান করা সম্ভব হতো।

রাশিয়া ও আমেরিকার মতো উন্নত দেশে গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, একজন সাক্ষর ব্যক্তি একজন নিরক্ষর ব্যক্তি অপেক্ষা কৃষি, শিল্প ও কলকারখানায় বেশি উৎপাদনক্ষম। স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়মাবলী পালনে বেশি সজাগ। পরিকল্পিত পরিবার গঠনে বেশি আগ্রহী, বাণিজ্যিক লেনদেনে বেশি দক্ষ এবং নাগরিক হিসাবে ভোটাধিকারসহ অন্যান্য নাগরিক অধিকার আদায়ে বেশি সচেতন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় (১৯৮০-৮৫) প্রথম সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের মতো বহু আকাঙ্ক্ষিত ব্যয়বহুল প্রকল্পসহ অধিকাংশ জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্প ব্যর্থ হয়ে গেছে।

ব্যর্থ হয়েছে স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক বাধা সৃষ্টি করবার ফলে। নতুন করে আবার বাংলাদেশে 'সবার জন্য শিক্ষা' অর্থাৎ অবৈতনিক, সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের পূর্বে তাই এই সমস্ত অন্তরায় বা বাধাসমূহ সঠিকভাবে চিহ্নিত করে সেসব নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

বর্তমানে বাংলাদেশে অবৈতনিক, সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের পথে বিরাজমান অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করতে হলে এর অতীত ইতিহাস এবং বর্তমান গতিধারা বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সার্বিক পর্যালোচনা করা আবশ্যক। কেননা যে কোন প্রকল্প বা কার্যক্রমের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর সফল বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বা কলাকৌশল, এর অতীত ইতিহাস ও বর্তমান গতিধারা বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর ভিত্তি করেই প্রণীত হয়ে থাকে। তাই বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক, সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার জন্য দূর অতীত ও নিকট অতীতে গৃহীত পদক্ষেপ ও প্রকল্পগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করা জরুরী। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে এ সম্পর্কে কিছু কথা নিবেদন করতে চাই।

সমস্যার প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন (১৯৩০-৮০)

ঔপনিবেশিক শাসনামলে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত বেঙ্গল (রুরাল) প্রাইমারি এডুকেশন এ্যাক্টের আওতায় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক, সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য জেলা পর্যায়ে 'জেলা স্কুল বোর্ড' স্থাপিত হয়।

পরিদর্শন কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ পরোক্ষভাবে পরিচালিত হলেও প্রাথমিক শিক্ষার সকল প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে জেলা স্কুল বোর্ডের উপর ন্যস্ত হয়। এই দ্বৈত প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই জেলা স্কুল বোর্ডগুলো প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের পরিবর্তে দলীয় রাজনৈতিক আখড়ায় পরিণত হয় এবং স্কুল বোর্ডের নির্বাচিত সদস্যগণ তাঁদের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। শিক্ষক নির্বাচন, নিয়োগ ও বদলির ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার পরিবর্তে স্বজনপ্রীতি ও দলীয় রাজনীতির প্রভাবে যখন জেলা স্কুল বোর্ডসমূহ রাজনৈতিক ও দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়ে পড়ে, তখন বাধ্য হয়ে সরকার কর্তৃক ১৯৫০ সালে জেলা স্কুল বোর্ডগুলোর বিলুপ্তি ঘোষণাপূর্বক প্রাথমিক শিক্ষাকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে সরাসরি সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের উপর প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ভার অর্পণ করা হয়। সাবেক ডেপুটি কমিশনারকে নবগঠিত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের প্রশাসক এবং সাবেক জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। এখানেও দ্বৈত প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দরুন প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি সন্তোষজনক না হওয়ায় ১৯৫১ সালে সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়কে কম্পালসরি প্রাইমারি স্কুল ঘোষণা করে বাকি সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নন-কম্পালসরি হিসাবে পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

কম্পালসরি ও নন-কম্পালসরি হিসাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ ভাগ হয়ে যাবার ফলে প্রাথমিক শিক্ষাকে কেবল দ্বৈত প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার অধীনেই আনা হলো তাই নয়, শিক্ষকমণ্ডলীর বেতনক্রমেও বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের মধ্যে রেষারেষি ও ক্ষোভের সৃষ্টি হওয়ায় পুনরায় সরকার ১৯৫৭ সালে ছয় হাজার সাবেক ইউনিয়ন কাউন্সিল এলাকায় একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয়কে মডেল এবং বাকি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নন-মডেল নামকরণ করে মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক কর্তৃক নন-মডেল স্কুলসমূহ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ ব্যবস্থায়ও প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে দ্বৈত প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা এবং বৈষম্যমূলক আচরণের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। বাধ্য হয়ে সরকার ১৯৬৫ সালে সকল মডেল ও নন-মডেল স্কুলকে একীভূত করে 'ম্যানেজড ফ্রি প্রাইমারি স্কুল' হিসাবে ঘোষণা করে।

(অসমাপ্ত)